সোনা পাচার পাঁচ ভাগও ধরা পড়ে না

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

সোনা পাচারকারীদের নিরাপদ রুট এখন ঢাকার হযরত শাহজালাল ও চট্টগ্রামের হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কথিত 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের' পরও সোনা চোরাকারবারিরা নিরাপদ রুট হিসেবে এ দুটি বিমানবন্দর ব্যবহার করছে।

জানা যায়, বাংলাদেশ বিমান ও সিভিল এভিয়েশনের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহায়তায় এ দুই রুটে প্রতি মাসে হাজার কোটিরও বেশি টাকার সোনা চোরাচালান হচ্ছে। প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী সোনা চোরাচালানিদের বাহক হিসেবে বাংলাদেশ বিমানের প্রকৌশল শাখা, নিরাপত্তা শাখা, যানবাহন ও পরিচ্ছন্নতা শাখার কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী সরাসরি জড়িত। তারা সোনা চোরাচালানকারিদের পক্ষে কাজ করছে। অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, বিমানে জাতীয় শ্রমিক লীগ সমর্থিত সিবিএ সভাপতি মসিকুর ও সাধারণ সম্পাদক মন্তাসার সোনা চোরাকারবারিদের সহায়তা করে থাকেন।

সোনা চোরাচালানে ১৯৮৫ সাল থেকে গডফাদারের আবির্ভাব ঘটেছে। এই গডফাদাররা সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছেন। এরশাদ সরকারের শেষের দিকে সোনা চোরাচালানের গডফাদার হিসেবে আবির্ভূত হয় সোনা রফিক, সোনা সিরাজ, ডলার সিরাজ, সোনা আলমগীর, সোনা কামাল, সোনা ইকবাল, সোনা ফিরোজ প্রমুখ। এরশাদ সরকারের পতন হলে এদের অনেকেই ভোল পাল্টিয়ে আওয়ামী লীগ-বিএনপিতে যোগ দেন, হয়ে যান বড় ব্যবসায়ী। কেউ কেউ সংসদ সদস্য পর্যন্ত হয়ে যান। ফলে তাদের অতীত জীবনের অনেক অপকর্ম ঢাকা পড়ে যায়।

'৯০-এর পর থেকে সোনা চোরাচালান ব্যবসায় গতি ও প্রকৃতি বদলে যেতে শুরু করে। ফলে চোরাই সোনা আসার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৫ সালে আটক সোনার পরিমাণ ছিল ৮৫ কেজি। ১৯৮৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২০ কেজিতে। ১৯৮৭ সালে তা হয় ১৩৫ কেজি, ১৯৮৮ সালে ১৪০ কেজি, ১৯৮৯ সালে ১৪৬ এবং ১৯৯০ সালে তা দাঁড়ায় ১৫৬ কেজিতে।

'৯০-এর পরপরই এ রকম আটকের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৯৯০ সালে আটক হয় ২৪০ কেজি। ১৯৯১ সালে ২৭০ কেজি, ১৯৯২ সালে ২৯০ কেজি এবং ১৯৯৩ সালে ৩১০ কেজি সোনা আটক হয়। ২০০১ সালের পর থেকে প্রতিদিন সোনা পাচার হতে থাকে কমপক্ষে শত কেজি। এরপর থেকে এর আর লাগাম টেনে ধরা যায়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাচারের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। বর্তমানে প্রতিদিন সোনা পাচার হচ্ছে শত শত কেজি, শুল্ক ছাড়াই ভারতে সোনা পাচার করছে সোনা কারবারিরা। সোনা চোরাকারবারি সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন ৫০০ কেজি সোনা পাচার করা হয় ভারতে। ২০১৩ সাল থেকে ভারতে সোনা আমদানিতে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। ভারতের সোনা ও জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা এখন চোরাই সোনার ওপর নির্ভর করে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সোনা আসছে দুবাই, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এসব সোনা আকাশ ও জলপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। পরে যশোর ও সাতক্ষীরা পথ দিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। প্রতি ১০ গ্রাম সোনা আমদানিতে বর্তমানে বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪ হাজার টাকা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশে এর আগে ২০১৩ সাল অবধি শুল্ক দিতে হতো ১৫০ টাকা। ফলে সোনা আসছে চোরাই পথে। ভারতে প্রতিবছর সোনার চাহিদা ১ লাখ ৬২ হাজার কেজি। এর বেশিরভাগই যাচ্ছে চোরাই পথে। বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন পাচার হয় ৫০০ কেজি সোনা। এ ছাড়া নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন সোনা পাচার হয়ে ভারতে যায় ৩ হাজার ৫শ ৭৭ কেজি অর্থাৎ প্রতিদিন যে পরিমাণ সোনা পাচার হয়, তার ৫ ভাগও ধরা পড়ে না।

মালয়েশিয়া ও মিয়ানমার থেকে ট্রলারযোগে কক্সবাজার ও টেকনাফে পৌঁছায় চোরাই সোনা। পরে তা বেনাপোল ও সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে যায়। ভৌগোলিক অবস্থান ও দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে আন্তর্জাতিক মাফিয়ারা।

দেশি-বিদেশি গডফাদার : সোনা চোরাচালানে দুবাই, সৌদি আরব, বাংলাদেশ ও ভারতে ভিন্ন সিন্ডিকেট কাজ করছে। ভারতে সোনা চোরাকারবারি হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে রতন সাহা, রাজিব শুভ্র, জগজিৎ সিং, মহেন্দ্র সিং, সুভাষ ঘাই ও উত্তম চ্যাটার্জি; হংকংয়ে সোনা চোরাকারবারিদের গডফাদার পাপ্পু সাজেল, দুবাইয়ে গডফাদারের ভূমিকায় রয়েছে সোহেল ইব্রাহিম, জাকির হোসেন ও করিমভ। সৌদি আরবে লিপ্ত রয়েছে আজিজ মোহাম্মদ, সাইফ জোয়ার্দার। বাংলাদেশে গডফাদারের ভূমিকায় রয়েছে নজরুল ইসলাম লিটন, একরামুল হক পারভেজ, মোহাম্মদ আলী, আলমগীর হোসেন, হোসেন আসকর লাবু, অজিত সরকার, আবদুল বাতেন, আলী আজগর, নাজমুল আরেফিন মিঠু ও পাইন্যা কামাল। র‍্যাব-১ সূত্রে জানা যায়, সোনা পাচারের গডফাদার নজরুল ইসলাম লিটন, মোহাম্মদ আলী, হোসেন আসকর লাবু, আলমগীর হোসেন র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলে রয়েছেন। বিমানের নিরাপত্তা কর্মকর্তা কামরুল হাসান বিপু ও আবু জাফর ধরা পড়ে জেলে রয়েছে। চোরাই সোনাসহ ধরা পড়েছে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার সহকারী পরিচালক মো. আজিজ। কিন্তু তারপরও সোনা চোরাচালান কমছে না বরং বেড়েই চলেছে।

জানা গেছে, সোনা চোরাচালানে গডফাদারদের নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টি হয়েছে 'বিগ বস'। জোট সরকারের সময় প্রভাবশালী এক মন্ত্রীর মেয়ের জামাই হয়েছিলেন এই 'বিগ বস'। বর্তমান সরকারের দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তি 'বিগ বসের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বিগ বসদের দাবি পূরণ না হলেই সোনা ধরা পড়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাদের পালিত বিদেশি সোর্সরা বাহকদের তথ্য জানিয়ে দিচ্ছে শুল্ক গোয়েন্দাদের। যে কারণে সহজেই বাহকরা ধরা পড়ে যাচ্ছে।

সোনা চোরাচালান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) জামাল উদ্দিন জানান, 'বিমানের সিবিএ থেকে নিরাপত্তা কর্মকর্তা সবাই এই অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছেন। তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের চাপ থাকে। যে কারণে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া যায় না। সোনা চোরাচালান বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে পরিমাণ কমিয়ে আনা হচ্ছে।'■